R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট
ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P. e-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য—সভাপতি
নিমাইচন্দ্র সাহা—সম্পাদক

৯৫শ বর্ষ
৪৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১লা বৈশাখ, বুধবার, ১৪১৬ সাল।
১৫ই এপ্রিল, ২০০৯ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

রাজ্য রাজনীতির বাতায়নে জঙ্গিপুর আজ কোন্ পথে ? (৫)

স্বপন ব্যানার্জী : রাস্তার কথা বললে জেলা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক নেতা বলেন, পেপারস দেখুন ২০০২ সালের বি. জে. পি সরকারের প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় এগুলো অনুমোদিত। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অন্তর্ভুক্ত "মিনিস্টার অব্ রুরাল ডেভেলপমেন্টের মন্ত্রী এম ভেনকাইয়া নাইডু প্রেরিত চিঠিতে পরিস্কার বলা আছে কতজন লোকের ভিত্তিতে বা কত কিমি বা মিটারের ভিত্তিতে কানেকটিভ রোড বা রাজ্য সড়ক বা এক্সপ্রেস সড়ক ডিস্ট্রিক্ট রোড নির্মাণ হবে তার গাইড লাইন দেওয়া আছে ডি. ও. পি ১২০২৫/৬/২০০১ আর সি। জুন ১১/২০০১ জেলা পরিষদ ক্রমিক নং (৪) ১৮৩৪ তাং ২৫/৬/২০০০। লোক বসতির ভিত্তিতে যে কোন কানেকটিভ রোড ২০০৩ এর মধ্যে করতে হবে। ২৫ ডিসেম্বর ২০০০ সালে এটি স্থির হয়। এ ছাড়া ৫০০ লোক পিছু যে কোন রাস্তা টেনথ্ প্ল্যান অনুযায়ী ২০০৭ এর মধ্যে নির্মাণ করতে হবে তা পরিস্কারভাবে বলা আছে। এবার জেলা পরিষদের ঐ নেতাকে প্রশ্ন করলাম, "অজগরপাড়া থেকে হারোয়া হয়ে ২৩ কিমি রাস্তা তো প্রণববাবু বর্ডার ডেভেলপমেন্টের টাকায় করেছেন। (চলবে)

গরমের শুরুতেই শহর-গ্রাম জল কষ্টে ভুগছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ পুর শহর ও তার আশপাশ গ্রামে গরমের শুরুতেই জল কষ্ট দেখা দিয়েছে। প্রায় এলাকার জলস্তর নেমে গিয়ে এক দিকে টিউবওয়েল অন্য দিকে জলত্তোলনের পাম্পগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে। কিছু কিছু এলাকায় ভোর রাতে পাম্প চালিয়ে কিছুটা জল পাওয়া যাচ্ছে। জঙ্গিপুর পুরসভার সরবরাহকৃত জল এখন শহরের বেশীর ভাগ লোকের ভরসা। তাই রাস্তার ট্যাপ কলগুলোতে জল সংগ্রহে দীর্ঘ লাইন পড়ে যাচ্ছে দু' বেলা। কয়েকজন জল গ্রাহক অভিযোগ করেন—জঙ্গিপুর পারে দিনে তিনবার জল সরবরাহের নিয়ম অনেক দিন ধরে চালু থাকলেও রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় দিনে দু' বারের বেশী জল দেয়া হয় না। এদিকে বাংলাদেশে জল বন্টনের চাপে ভাগীরথীতে জলের মাত্রা ভীষণভাবে কমে গেছে। এ প্রসঙ্গে পুরসভার ওভারসীয়র শ্যামল রায় জানান, ভাগীরথী থেকে দৈনিক ৪'৮৫ মিলিয়ন লিটার জল উত্তোলন করে প্ল্যান্ট ট্রিটমেন্টের পর জলাধারের মাধ্যমে পরিস্রুত জল উভয় পারে সরবরাহ করা হচ্ছে। দুই শহরে দুটি জলাধার ছাড়া রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটায় একটি ও জঙ্গিপুরের জয়রামপুরে একটি জলাধার নির্মাণের কাজ চলছে।

বালিয়ায় ব্যাপক ভাঙ্গন

নিজস্ব সংবাদদাতা : কয়েক মাস ধরে সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া গ্রামের পশ্চিম পার গঙ্গা নদীর ভাঙ্গনে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। গ্রামবাংলার মানুষের সম্বল উৎকৃষ্ট জমিজমা নিয়মিত তলিয়ে যাচ্ছে গঙ্গাগর্ভে। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, রাজ্য সরকার কারো মধ্যে কোন হেলদোল নেই। প্রায় শতাধিক গ্রামের একমাত্র শ্মশান কিছু দিন আগে গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে লোকের জমিতে গালাগাল খেয়ে সৎকারের কাজ চলছে। ভাগীরথীর এই ভাঙন এলাকায় একটি স্পার নির্মাণের কাজে দীর্ঘদিন ধরে গড়িমসি চলছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ।

কলেজ আবার খবরে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে গত ১৭ মার্চ দ্বিতীয় বর্ষের ঐচ্ছিক ইংরাজী বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। সেখানে পঁয়তাল্লিশজন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রশ্নপত্র ছিল মাত্র ১৫টি। একটা বেঞ্চে তিনজন করে ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেন বলে খবর। জেরক্স-এর যুগে স্বল্প প্রশ্নপত্রে কেন এইভাবে পরীক্ষা নেয়া হলো এর কারণ কলেজ কর্তৃপক্ষই ভালো বলতে পারবে।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কাতার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা বৈশাখ, বুধবার, ১৪১৬ সাল।

॥ নববর্ষ ॥

আজ নববর্ষ। ১৪১৬ বঙ্গাব্দ শুরু। ১৪১৫ অবসিত হইয়া গেল। চৈত্র তাহার চিতা শয্যা সাজাইতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। 'পুরাতন বৎসরের সূর্য পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তে' অস্তমিত হইয়া গেল। কবি কন্ঠেও ধ্বনিত সেই বর্ষ বিদায়ের বাণী—'বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল অবসান, চৈত্র অবসান।' চৈত্রের চিতাভস্ম হইতে উঠিয়া আসিল নূতন বৎসর। ভূতরূপ সিন্ধুজলে গড়াইয়া পড়িল পুরাতন বৎসর—এই তো নিয়ম। পুরাতন বিদায় গ্রহণ করে, নূতন হয় তাহার স্থলাভিষিক্ত। চিরন্তনের এই লীলা চলিয়া আসিতেছে আবহমানকাল হইতে। সেই চিরন্তনের পালাবদলের কথা কবি পুরুষেরাও শুনাইয়া আসিতেছেন অনাদ্যন্ত কাল হইতে—পৃথিবীতে সকল বস্তুই আসিতেছে-যাইতেছে—কিছুই স্থির নহে, সকলই চঞ্চল—বর্ষ শেষের সন্ধ্যায় এই কথাই তপ্ত নিঃশ্বাসের সহিত হৃদয়ের মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে।' বর্ষ বিদায়ের মুহূর্তে আশ্বাসেরও বাণী অশ্বস্ত করে আমাদিগকে এই বলিয়া: রাত্রি যেমন আগামী দিবসকে নবীন করে, নিদ্রা যেমন আগামী জাগরণকে উজ্জ্বল করে, তেমনি অদ্যকার বর্ষাবসান যে গত জীবনের স্মৃতির বেদনাকে সন্ধ্যার ঝিল্লির ঝংকার সুপ্ত অন্ধকারের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে, তাহা যেন নববর্ষের প্রভাতের জন্য আমাদের আগামী বৎসরের আশামুকুলকে লালন করিয়া বিকশিত করিয়া তোলে।'

লোকালয়েও পুরাতনকে বিদায় এবং নূতনকে অভ্যর্থনা জানাইবার নানা আয়োজন শেষ হইয়াছে। চৈত্র সংক্রান্তিও সমাপ্ত। গাজনের ঢাকেও কাঠির আওয়াজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত। চড়ক পূজার মধ্য দিয়াই ১৪১৫ বঙ্গাব্দ দিনপঞ্জী হইতে বিদায় লইয়াছে। বর্ষ বিদায় সূচীত করিয়া গেল বর্ষারম্ভের নান্দীমুখ।

পত্রিকার গ্রাহক-অনুগ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও সহযোগী-দের নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ও তাঁদের সুস্থ দেহ প্রার্থনা করছি।

কর্মাধ্যক্ষ—জঙ্গিপুর সংবাদ

নির্বাচন ও গণমাধ্যম

অরুণকুমার সেনগুপ্ত

সুষ্ঠু নির্বাচন যে কোন প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের সাফল্যে প্রথম ও প্রধান সোপান। ভারতে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার মূল দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে নির্বাচন কমিশনের হাতে। এই নির্বাচনে গণমাধ্যমগুলি অবশ্যই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। সংবাদপত্র, রেডিও, দূরদর্শন প্রভৃতি গণমাধ্যমগুলির মূল ভূমিকা হলো জনগণকে গুরুত্বপূর্ণ খবর সরবরাহ করা ও জনগণের মতামত, ভাবনাচিন্তা প্রকাশ করা, যাতে সুষ্ঠু জনমত গঠিত হতে পারে এবং তার প্রতিফলন ঘটতে পারে। স্বভাবতই নির্বাচন সংক্রান্ত খবরাখবর সরবরাহ করা এর অন্যতন প্রধান কাজ। ভারতে নির্বাচনের সময় সরকারীভাবে একে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা অনুমতি সাপেক্ষে ভোট কেন্দ্রেও ভোট গণনা কেন্দ্রেও প্রবেশ করতে পারে। এর উদ্দেশ্য হলো কিভাবে ভোটদান চলছে বা গণনার কাজ—এ সব বিষয়ে তৎক্ষণাৎ জনগণকে অবহিত করা। তাছাড়া, নির্বাচনের সময় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এবং প্রত্যেক জেলা নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তরে একটি প্রেস ইনফরমেশন সেন্টার খোলারও ব্যবস্থা থাকে।

বেশ কয়েক বছর থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে রেডিও ও দূরদর্শনে নির্বাচনী প্রচারের সুযোগ দেওয়া হয়। কেবলমাত্র জাতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলিই এই সুযোগ পেয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে কমিশন চিহ্নিত আপত্তিকর বিষয়গুলি হলো—বন্ধু রাষ্ট্রের সমালোচনা, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয় এমন কোন বিষয়, কোনও ধর্ম বা সম্প্রদায়কে আক্রমণ, আদালত অবমাননা ইত্যাদি। বিশেষ করে দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেল নির্বাচন ঘোষণার আগে থেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে নির্বাচন সম্পর্কিত প্রচারে। বলা যায়, এরাই নির্বাচনের বাজার গরম করে তাদের গভীর বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোন কোন চ্যানেল একপেশে প্রচারে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। কেবলমাত্র বিভ্রান্তিকরই নয়, দুর্ভাগ্যজনক। এই সব চ্যানেলগুলির মনে রাখা উচিত দল বা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের তাঁবেদারি করা (৩য় পৃষ্ঠায়)

পয়লা বোশেখ

স্মরণ দত্ত

পয়লা বোশেখ আমাদের ঘরে এসো।
বরণ করবো তোমায়
'সেল'-এর জামা, প্রথম গঙ্গা স্নান,
গণেশ লাড্ডু, ভোট বাদ্যি বাজায়
(বিশ্বজোড়া সন্ত্রাসখেলা),
টুকরো টুকরো গোপন সন্ধিক্ষয়
'আমরা-ওরা'-র বছর ভরের শেষে,
নতুন বোশেখ বরণের টিপ চায়।

কৃষিদিদি আর শিল্পদাদা
ভাঁড়ামি রাজনীতির অবাধ ভন্ডামি
বি. পি. এল কারা ? দু' টাকা
কেজি চাল !!!
ন্যানো কি বাস্তবই সূক্ষ্ম ইকনমি ?
গোর্খাল্যান্ড ? পাহাড় জীবন ?
মাটি নিয়ে ছেলেখেলা ? পাপ বড় পাপ
বেলপাহাড়ীতে শুধু বিস্ফোরণ !!
মাওবাদী বুকে কেন গনগনে তাপ ?

মুম্বাই জঙ্গি আক্রমণ, বারাক
ওবামার জয়
বছরের দুই বেস্ট নিউজ স্টার
বিষাদ মেমেন্টো সৌরভ বিদায়,
শেয়ার বাজার বিশ্ব সংকটে ছারখার।
'নেটিভ' বিশ্ব ক্ষমতা শীর্ষে,
এলিট ক্লাসের রাজনীতি কেরিয়ার
অন্ধকার
ইডিওলজি-চ্যুত নতুন মধ্যবিত্তই শুধু
সংস্কৃতি মন মানসিকতার সমঝদার !

নতুন বছরের ক্যালেন্ডার—
ওসামা হাতে ওবামা ক্ষয় ?
নাকি ওবামা হাতে সন্ত্রাস জয় ?
তাপসী মালিক বর্ণনেও কথামানবী ?
রিজওয়ানুর নামে কত ভালবাসা লয় ?
দিনগুলো হবে নাকি লর্ডসএর মাঠে
খুলে ফেলা মহারাজকীয় শার্ট।
ভোট ভোট নামে ক্ষয় লয় খেলা শেষে
'চোদ্দশ ষোলো' সত্যি কি হবে
মননে চেতনে স্মার্ট ?

আগামী বছরে শান্তির ঘুম চাই,
কাগজে কলমে ভালোবাসাভরা ছবি চাই
জঙ্গিহানার বিবরণ পেতে নয়,
মাটি মানবের ব্যান্ডের গান যেন চাই
বধূ হত্যা, কন্যাভ্রূণ, ধর্ষণ ইত্যাদি
পিশাচ জলছবি আর নয়
জীবনানন্দময় বাংলা মন শুধু চাই,
দিকে দিকে বাংলার মাটি
জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন যেন পায়।

শিশু শ্রম দূরীকরণ শিক্ষাকর্মী সমিতির ১ম সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ইনটাক পরিচালিত জাতীয় শিশু শ্রম দূরীকরণ শিক্ষাকর্মী সমিতির প্রথম সম্মেলন হয়ে গেল গত ৫ এপ্রিল মিঞাপুরের ডি. এস. ডি. সি. কার্য্যালয়ে। মুর্শিদাবাদ, বীরভুম, মালদহ, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলা থেকে আগত শ' তিনেক প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জেলা সভাপতি জয়ন্ত নারায়ণ চৌধুরী সম্মেলনের উদ্বোধন করে বলেন বঞ্চিত শিক্ষকদের ন্যায্য দাবীসমূহ নির্দিষ্ট কর্মসূচীর মাধ্যমে, রাজ্য কমিটির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। শিক্ষকদের জন্য যেমন সম্মাজনক বেতন প্রাথমিক শিক্ষকদের সমতুল্য হারে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেন্ড ও টিফিনের বরাদ্দ টাকা বাড়াতে হবে। এ ছাড়া প্রদেশ যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি প্রদ্যুত গুহ, বিধায়ক মাইনুল হক, আই এন টি ইউ সি-র সেখ নিজামুদ্দিন, জেলার কার্য্যকরী সভাপতি তপন ত্রিপাঠী, শিক্ষা এবং শিক্ষক আন্দোলনের জেলা নেতা আনিসুর জামান, রঘুঃ ২নং ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহঃ আখরুজ্জামান, বিকাশ নন্দ প্রমুখ শিশু শ্রম দূরীকরণে শিক্ষক এবং ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানান।

নির্বাচন ও গণমাধ্যম (২য় পৃষ্ঠার পর)

তাদের ভুমিকা নয়, তারা হলো গণকন্ঠস্বর, তাদের দায়িত্ব জনসাধারণকে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করা। আর এই দায়িত্ব যাতে সঠিকভাবে পালন করতে পারে সেজন্য সরকারেরও উচিত তাদেরকে উপযুক্ত বাতাবরণ দেওয়া।

সংবাদ মাধ্যম কখনো কখনো প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষা এবং নির্বাচনোত্তর সমীক্ষা করে থাকে। নির্বাচনোত্তর সমীক্ষার বিষয়ে বলার কিছু নেই, কিন্তু প্রাক্-সমীক্ষা কতখানি নির্বাচনী বিধিসম্মত সে বিষয়ে আমার মনে সংশয় জাগে।

বলা হয় সংবাদপত্র হলো গণতান্ত্রিক শাসনে সরকারের চক্ষু ও কর্ণ। এ জন্য সংবাদপত্র কিছু কিছু বিশেষ সুবিধা বা সুযোগও ভোগ করে বা করার কথা। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে অনেক সংবাদপত্র কোন বিশেষ দল বা শ্রেণীর মুখপত্র হিসাবে কাজ করে। ফলে এদের কাছ থেকে কোন নিরপেক্ষ সংবাদ আশা করা যায় না। অনেক সময় বিরোধীতার জন্যই বিরোধীতা করা এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করাই এদের নেশা ও পেশা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা সমালোচনা ভাল, তবে তা গঠনমূলক হতে হবে। এবং এটাও জানা উচিত যে পরমতসহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম শর্ত।

Sl No. & Date of order — 05-04-2009 — Order & Signature of officer

Whereas, the General Election to the Loksabha-2009 in the District of Murshidabad has been declared on 02/03/2009 vide No. ECI/PN/13/2009 dated ; 2nd March, 2009 issued by the Election Commission of India, New Delhi ;

AND

Whereas, it is expedient to impose restriction regarding holding of licensed arms ;

AND

Whereas, in order to conduct the cnsuing Loksabha Election. 2009 peacefully in the entirc area of the district of Murshidabad,

AND

Whereas, the Election Commission of India vide his No. 464/96-L & O/PLN-I, dated 13/3/1996 has requested the District Magistrate to consider asking all licence holders of Fire Arms to deposit their arms till the counting process of elections is over ;

AND

Whereas, on perusal of a review and assessment report of Superintendent of Police, Murshidabad regarding licence holders and licensed armas in this district ;

AND, therefore,

I, Parwez Ahmed Siddiqui, LAS, District Magistrate, Murshidabad, in exercise of the power conferred upon me u/s 17(3)(b) of the Arms Act, 1959 (Act No 54 of 1959) and The Arms Rules, 1962 with the Indian Arms Act, 1878 suspend all the licences of Fire Arms of this district till the process of General Elecction to the Loksabha, 2009 would be finally over and direct as per sec. 21(1) of the said act that all the license holders of Fire Arms of this district should mandatorily deposit their Fire Arms within 7 days with the respective Police Stations against an acknowledgement or the licensed dealer under intimation to the local Police Station and the same will remain deposited their till the process of counting would be tinally over. Institutional licence holders like banks, petrol pumps, financial institutions, shopping malls and persons who are deployed in security of any organization / institute, and persons who are engaged with the security agencies etc. may apply for exemption from this order making out their case along with proper recommendations from their employers and organizations. And such cases will be considered and decided case-by-case basis on merit.

Further it is ordered that the respective Inspector-in-Charge / Officer-in-Charge or the Police Station or the licensed dealer would hand over the said Fire Arms to the license holders within 7 days from the declaration of final results. List of such Fire Arms, if any, remaining with the Police Stations or the licensed dealer shall be sent to the District Magistrate, Murshidabad, Berhampore immediately thercafter.

Sd/-
(Parwez Ahmed Siddiqui)
District Magistrate
Murshidabad, Berhampore

6/4/2009

13(22) Trg cell — Date 06/04/2009
Memo No. 306(2) D. I. C. O, Murshidabad — Date 08/04/2009

নুরপুরের কালীপুজোয় পুণ্যার্থীদের ভিড়

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুতী থানার নুরপুর গ্রামে প্রত্যেক বছরের মতো গত ৭ এপ্রিল কালীপুজো উপলক্ষে মেলা বসে। পুণ্যার্থীদের ভিড়ে এলাকাটি আলাদা রূপ পায়। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ ওখানে যাত্রী নিবাসের জন্য ৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে। কাজ চলছে। এলাকা সংলগ্ন জীর্ণ শিব মন্দিরটি সংস্কার করে ওখানে শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঐ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অরঙ্গাবাদ ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামীজিরা অংশ নেন। প্রায় দশ হাজার পুণ্যার্থী নরনারায়ণ সেবায় সামিল হন বলে খবর।

ভাগীরথীতে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর হরিসভার বাসিন্দা দীপক দাসের যমজ পুত্র সৌরভ ও গৌরব গত ৮ এপ্রিল ওদের পিসিমার সঙ্গে ভাগীরথীতে স্নান করতে যায়। সৌরভ (৭) জলে নামতেই তলিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর প্রায় তিন ঘন্টা বাদে মাল্লাপাড়ার রামজী চৌধুরী সৌরভের মৃতদেহ জল থেকে উদ্ধার করেন।

আমি তোমাদেরই। তোমরা করেছো আপন, তাইতো এত কাজের মাঝে থেকে জঙ্গিপুরের জন্য পড়ে থাকে আমার মন। তাই আমি তোমাদের সাথে থেকে করতে চাই জঙ্গিপুরের উন্নয়ন।

নমস্কার ও সালামসহ

প্রণব মুখার্জী

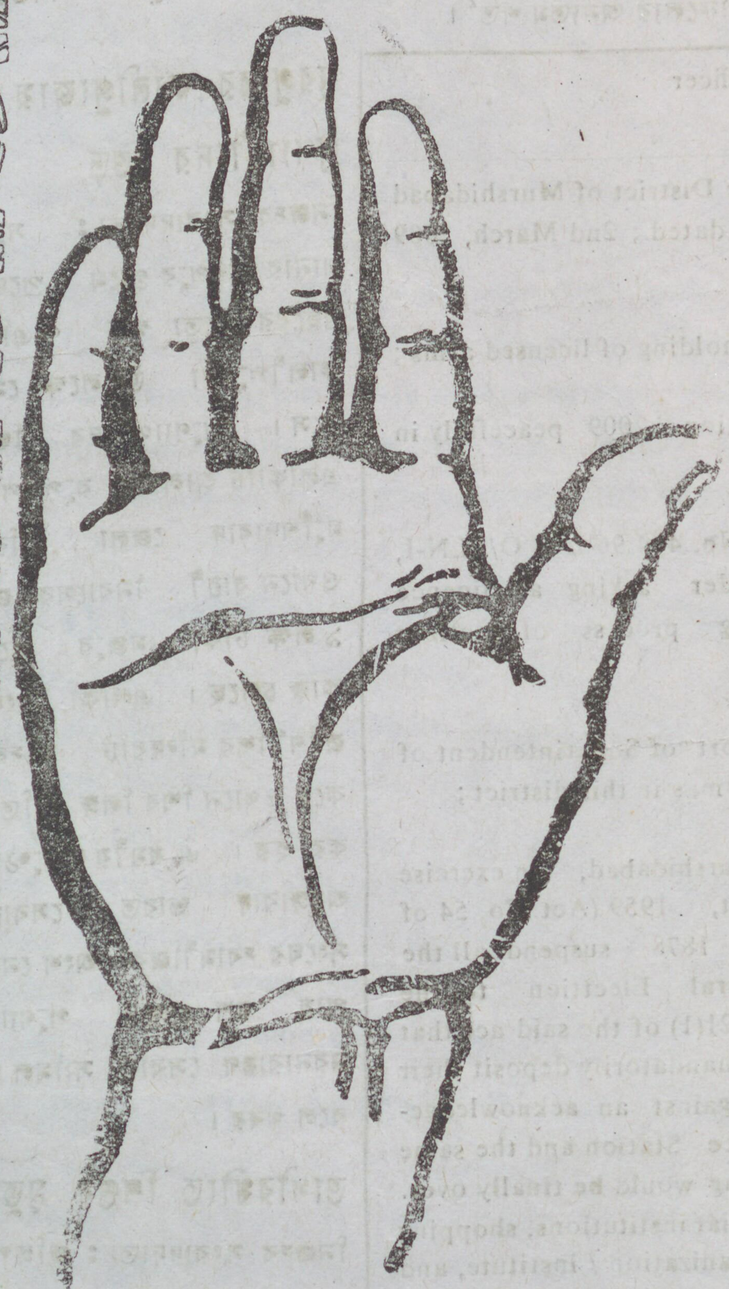

সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে

৯নং জঙ্গিপুর লোকসভা

কেন্দ্রে জাতীয় কংগ্রেস

প্রার্থী উন্নয়নের প্রাণপুরুষ

প্রণব

মুখার্জীকে

হাত চিহ্নে বোতাম টিপে ভোট দিয়ে পুনরায় নির্বাচিত করুন।

জেলা পরিষদ সদস্যা শ্রীমতী ঝর্ণা দাস ও রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মীর নুরুল ইসলাম কর্তৃক প্রচারিত।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনন্ত পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।